মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার শিউলি বেগমকে যৌতুকের জন্য হত্যা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার শিউলি বেগমকে (২৮) যৌতুকের জন্য গজারিয়া থানার আনারপুরা গ্রামের টেলিভিশন চ্যানেল সংযোগ ব্যবসায়ী তাঁর স্বামী আজিজুল হক লিটন (৪০) হত্যা করেছে বলে শিউলি বেগমের মা রাহিমা বেগম অভিযোগ করেছেন। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, প্রথম স্বামীর সঙ্গে তালাক হবার পর শিউলি বেগম তাঁর পাঁচ বছরের কন্যাকে নিয়ে তাঁর বাবার বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। শিউলি বেগমের বাবা মোঃ ইমান হোসেন একজন রিক্সা চালক হওয়ায় তাঁর সামান্য আয়ে স্ত্রী, তিন মেয়ে, এক ছেলে এবং নাতনীসহ মোট সাত সদস্যের পরিবারে আর্থিক অনটন লেগেই থাকতো। এজন্য শিউলি গজারিয়া থানার ভাটেরচর এলাকায় সিনো বাংলা কোম্পানীতে শ্রমিক হিসেবে কাজ নেন। শিউলি তাঁর বাড়ি থেকে কর্মস্থলে আসা যাওয়ার পথে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার আনারপুরা গ্রামের ফজলুল হক সরকারের ছেলে আজিজুল হক লিটন প্রায়ই তাঁকে প্রেমের প্রস্তাব দিত এবং উত্যক্ত করত। লিটনের প্রস্তাবে শিউলি বেগম রাজি না হওয়ার কারণে লিটন তাঁকে হুমকী দেয় যে, তাঁর বাবাকে ঐ এলাকায় রিক্সা চালাতে দেবেনা। লিটন এক পর্যায়ে শিউলির বাবাকে মেরে ফেলারও হুমকি দেয়। শিউলি তাঁর পরিবারের সম্মান এবং বাবার জীবন রক্ষার কথা ভেবে একসময় লিটনের প্রস্তাবে রাজি হন। এরপর লিটন শিউলির সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়তে চায়। এতে শিউলি রাজি না হওয়ায় লিটন শিউলিকে নিয়ে আনারপুরা গ্রামে তার বন্ধু রহিমের বাড়িতে যায় এবং একটি কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে জানায় যে, আদালতের মাধ্যমে তাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু শিউলি বেগম বুঝতে পারেন যে, লিটন তাঁর সঙ্গে বিয়ের নামে প্রতারণা করছে। এ ব্যাপারে শিউলি বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমানকে জানালে ২০০৯ সালের ২৮ আগস্ট মোঃ হাবিবুর রহমান তিন লক্ষ টাকা দেনমোহর ধার্য করে লিটন এবং শিউলির বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের পর শিউলি বেগম দেনমোহরের কোন টাকা পাননি বরং বিয়ের পর থেকেই লিটন শিউলির কাছে যৌতুক হিসেবে ১ লক্ষ টাকা দাবি করতে থাকে। যদিও ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে যৌতুক দেয়া ও নেয়া উভয়ই দ-নীয় অপরাধ। যৌতুকের জন্য লিটন তাঁকে শারীরিক ভাবে অত্যাচার করতে থাকে। শিউলির মা রাহিমা বেগম ব্যুরো বাংলাদেশ (বেসরকারী সংস্থা) থেকে দশহাজার করে তিনবারে ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ করে যৌতুক হিসেবে তা লিটনকে দেন। তারপরও লিটন আরো যৌতুকের জন্য শিউলির ওপর অত্যাচার করতেই থাকে। বিয়ের পর শিউলি বেগম তাঁর স্বামীর নির্দেশে সিনো বাংলা কোম্পানীর শ্রমিকের কাজ ছেড়ে দেন। এরপর ৩ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.০০ টা থেকে শিউলি বেগম নিখোঁজ হন। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ৫ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর ১.৩০ টায় ১৬ নং উত্তর শাহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় তিনশ গজ পূর্বে শিউলি বেগমের লাশ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে শিউলি বেগমের মা রাহিমা বেগম বাদী হয়ে আজিজুল হক লিটনসহ মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার আনারপুরা গ্রামের ২/৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যাক্তিকে আসামী করে গজারিয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৩; তারিখ ৫/১/২০১৩। আজিজুল হক লিটন পলাতক থাকায় তাকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। বর্তমানে

মামলাটি তদন্তাধীন অবস্থায় রয়েছে।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- শিউলি বেগমের আত্মীয়-স্বজন
- লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
- লাশের গোসলদানকারী এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে

ছবি : শিউলি বেগম (পরিবারের অনুমতি সাপেক্ষে ছবিটি প্রকাশ করা হল)

রাহিমা বেগম (৪৫), শিউলি বেগমের মা

রাহিমা বেগম অধিকারকে জানান, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলদীয়া গ্রামের জনৈক কামালের সঙ্গে তাঁর মেয়ে শিউলি বেগমের প্রথম বিয়ে হয়। বিয়ের পাঁচ বছর পর একটি কন্যার জন্মের পর কামালের সঙ্গে শিউলি বেগমের বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু কামাল বিয়ে বিচ্ছেদের পর তাদের মেয়ের কোন খরচ বহন করতো না। তখন শিউলি তাঁর মেয়েকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে বসবাস করতে থাকে। তাঁর স্বামী একজন রিক্সা চালক হওয়ায় স্বামীর সামান্য আয়ে তিন মেয়ে এক ছেলে এবং এক নাতনীসহ সংসার চালানো খুবই কষ্টকর হওয়ায় গজারিয়া থানার ভাটেরচর সিনো বাংলা কোম্পানীতে শিউলি শ্রমিক হিসেবে কাজ নেয়। তাঁর মেয়ের কর্মস্থল সিনো বাংলা কোম্পানী থেকে আসা যাওয়ার পথে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার আনারপুরা গ্রামের ফজলুল হক সরকারের ছেলে আজিজুল হক লিটন প্রায়ই তাঁর মেয়ে শিউলিকে প্রেমের প্রস্তাব দিত এবং উত্যক্ত করত। তাঁর মেয়ে শিউলি প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় লিটন তাঁর স্বামী অর্থা শিউলির বাবাকে রিক্সা চালাতে দেয়া হবে না বলে জানায় এবং তাঁর স্বামীকে হত্যার হুমকী দেয়। এর ফলে শিউলি তাঁর বাবার জীবন রক্ষার্থে লিটনের প্রস্তাবে রাজি হয়। ২৮ আগস্ট ২০০৯ লিটনের সঙ্গে শিউলির বিয়ে হয়।

বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই লিটন যৌতুকের জন্য শিউলিকে চাপ দিতে থাকে এবং যৌতুকের টাকার জন্য শিউলিকে মারধর করতে থাকে। এরপর তাঁর বাড়ির পাশেই লিটন বাড়ি ভাড়া নেয় ও সেখানে লিটন খেয়াল খুশিমত আসা যাওয়া করতে থাকে এবং প্রায়ই যৌতুকের জন্য শিউলিকে মারধর করতে থাকে। লিটনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শিউলি তাঁর কাছে এসে এসব ঘটনা জানায়। এরপর তিনি ব্যুরো বাংলাদেশ (বেসরকারি সংস্থা) থেকে দুই বারে দশ হাজার করে বিশ হাজার টাকা এবং সর্বশেষ ২০১২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি দশ হাজার টাকা ঋণ এনে যৌতুক বাবদ শিউলির মাধ্যমে লিটনকে দেন। গত ৩ জানুয়ারি ২০১৩ রাত ৮.০০ টায় তিনি শিউলির বাড়িতে যান। শিউলির ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় শিউলিকে খোঁজাখুজি করেন। শিউলিকে কোথাও না পেয়ে তিনি তাঁর

মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি প্রতিবেশীদের জানান। ৪ জানুয়ারি ২০১৩ সকাল ১১.০০ টায় বালুয়াকান্দি গ্রামের পূর্ব পরিচিত মোঃ হাবিবুর রহমান তাঁকে জানান, তিনি ৩ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় ১৬ নং উত্তর শাহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্বপাশে আজিজুল হক লিটন সহ আরো ৫/৬ জনকে দেখতে পান। এমন খবর পাওয়ার পর তিনি লিটনের মার বাড়িতে যান। সেখানেও তাঁর মেয়েকে খুঁজে পাননি এবং লিটনের মাকে শিউলির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পাননি। ৫ জানুয়ারি ২০১৩ ভোর রাত আনুমানিক ৪.০০ টায় লিটন তাঁকে মোবাইল ফোনে জানায় যে, শিউলিকে আর খোঁজ করার দরকার নেই, শিউলি একজন চরিত্রহীন নারী তাই তাঁর সঙ্গে লিটনের সম্পর্ক শেষ এবং লিটনের বাসায় শিউলির যে কাপড় চোপড় আছে তা তাঁকে নিয়ে আসার জন্য বলে। ৫ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় তাঁর ছেলে ইউসুফ আলী তাঁকে জানায় যে, তাঁর বাড়ির পূর্বপাশে সিদ্দিকুর রহমানের বাঁশ ঝাড়ে শিউলি বেগমের লাশ পড়ে আছে। এই খবরটি শুনেই তিনি সেখানে চলে আসেন। তিনি দেখতে পান যে, শিউলির চুল এলোমেলো, গলার নিচে কালো দাগ, ঠোঁট দুইটি ফাঁক করা, পিঠের দিকে রক্ত জমাট অবস্থায় মাটিতে লাশ পড়ে আছে। শিউলির লাশ পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিকেলে গজারিয়া থানার পুলিশ সদস্যরা লাশ ময়না তদন্তের জন্য থানায় নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে তিনি বাদী হয়ে শিউলীর স্বামী আজিজুল হক লিটনসহ মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার আনারপুরা গ্রামের ২/৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির নামে গজারিয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৩, তারিখ: ৫/১/২০১৩। ৬ জানুয়ারি ২০১৩ বিকেলে শিউলির লাশ বাড়িতে আনা হলে মাগরিবের নামাজের পর শাহপুর গ্রামের কবরস্থানে শিউলি বেগমের লাশ দাফন করা হয়।

মোঃ হাবিবুর রহমান, সাবেক সদস্য বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

মোঃ হাবিবুর রহমান অধিকারকে জানান, ২০০৯ সালের ২৮ আগস্ট তিন লক্ষ টাকা দেনমোহর ধার্য করে লিটনের সঙ্গে শিউলির বিয়ে দেয়া হলেও লিটন দেনমোহরের কোন টাকাই শিউলিকে দেয়নি। বিয়ের কিছু দিন পর শিউলির কাছে লিটন যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। ফলে শিউলির মা রাহিমা বেগম ব্যুরো বাংলাদেশ (বেসরকারী সংস্থা) থেকে ঋণ তুলে এনে দশ হাজার করে তিন বারে ত্রিশ হাজার টাকা শিউলির মাধ্যমে লিটনকে দেন। তারপরও লিটন শিউলিকে আরো টাকার জন্য অত্যাচার করতে থাকে। ৩ জানুয়ারি ২০১৩ তিনি এক প্রয়োজনীয় কাজে গজারিয়া খেয়াঘাটে আসেন। রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় তিনি বাড়িতে ফেরার পথে ১৬ নং উত্তর শাহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্বপাশে হাতের টর্চলাইটের আলোতে আজিজুল হক লিটনসহ আরো ৫/৬ জনকে দেখতে পান। তখন তিনি লিটনের কাছে তারা ঐ জায়গায় কি করছে জানতে চাইলে লিটন তাঁকে জানায় যে, সে টিভি চ্যানেলের তারের সংযোগ দেয়ার কাজ করছে। ৫ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় শিউলির ভাই মোঃ ইউসুফ আলী মোবাইল ফোনে তাঁকে জানায় ১৬ নং উত্তর শাহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্বপাশে উত্তর শাহপুর গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের বাঁশ ঝাড়ে শিউলির লাশ পড়ে আছে। এই খবর পেয়ে তিনি শিউলির লাশের কাছে যান এবং সেখানে তিনি দেখতে পান শিউলির লাশের চুল এলোমেলো, গলার নিচে কালো দাগ, ঠোঁট দুইটি ফাঁক করা এবং পিঠের দিকে রক্ত জমাট অবস্থায় রয়েছে।

এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন, গজারিয়া থানা মুন্সিগঞ্জ

এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন অধিকারকে জানান, ৫ জানুয়ারি ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনের নির্দেশে তিনি উত্তর শাহপুর গ্রামের ১৬ নং উত্তর শাহপুর সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনশ গজ পূর্বে সিদ্দিকুর রহমানের বাঁশঝারে শিউলি বেগমের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সুরতহাল প্রতিবেদন তিনি পিঠের মধ্য অংশে লম্বা আনুমানিক পাঁচ ইঞ্চি জমাটবাঁধা রক্তের কালো দাগ, দুই পায়ের হাটুর নিচে পেছন অংশে কালো দাগ এবং গোপনাঙ্গে বীর্য লেগে ছিল বলে মন্তব্য করেন। এরপর সেখান থেকে লাশ গজারিয়া থানায় আনা হয় এবং থানা থেকে লাশ ময়না তদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় শিউলির পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। এ ব্যাপারে শিউলি বেগমের মা রাহিমা বেগম বাদী হয়ে আজিজুল হক লিটনসহ মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার আনারপুরা গ্রামের ২/৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির নামে গজারিয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৩; তারিখ ৫/১/২০১৩।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন অফিসার ইনচার্জ (ওসি), গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন অধিকারকে জানান, ৬ জানুয়ারি ২০১৩ আনারপুরা গ্রামের রাহিমা বেগম বাদী হয়ে যে মামলা দায়ের করেছেন সেই মামলার অভিযুক্ত আসামী আজিজুল হক লিটন পলাতক থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। প্রথমে এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুনকে মামলাটি তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। পরে এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুনের পরিবর্তে এসআই খালিদকে মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ডাঃ এহসানুল করিম, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতাল

ডাঃ এহসানুল করিম অধিকারকে জানান, ৬ জানুয়ারি ২০১৩ সকালে শিউলি বেগমের লাশ মর্গে আনা হয়। তিনি লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন। ঢাকার মহাখালী রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আলামত পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে।

মোসাম্মৎ জীবুন্নেসা (৫০), লাশের গোসলদানকারী

মোসাম্ম জীবুন্নেসা অধিকারকে জানান, ৫ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় শিউলি বেগমের মা রাহিমা বেগমের কাছ থেকে জানতে পারেন, বাড়ির পাশে সিদ্দিকুর রহমানের বাঁশঝাড়ে শিউলির লাশ পাওয়া গেছে। এ খবর শুনে তিনি লাশের কাছে যান এবং দেখতে পান লাশের গলায় কালো দাগ এবং পিঠে লম্বাকৃতির জমাটবাঁধা রক্তের কালোদাগ। ৬ জানুয়ারি ২০১৩ বিকেলে ময়না তদন্ত শেষে লাশ বাড়িতে নিয়ে আসার পর তিনি শিউলির লাশের গোসল করান। পরে মাগরিবের নামাজের পর শাহপুর কবরস্থানে শিউলির লাশ দাফন করা হয়।

অধিকারের বক্তব্য

বর্তমানে যৌতুকের কারনে নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে বলা হয়েছে যে, যৌতুক দেয়া ও নেয়া উভয়ই দ-নীয় অপরাধ। তারপরও সচেতনতার অভাবে এবং সামাজিক চাপে যৌতুক সহিংসতা ঘটেই চলছে। অধিকার শিউলি বেগম হত্যা মামলার অভিযুক্ত আসামী আজিজুল হক লিটনকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার দাবি করছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, মুন্সিগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালে ৩৩ টি ধর্ষণের মামলা এবং ১১৪ টি নারীর প্রতি সহিংসতার মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও যৌতুকের কারণে এই সময়ে মারা যান ৭ জন। মুন্সিগঞ্জ জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন

ট্রাইবুনাল এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালে নারীর প্রতি সহিংসতায় ২৯৩ টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ২৬ টি মামলায় আসামীরা খালাস পেয়েছে এবং ২৬৭ টি মামলা প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। অধিকার প্রক্রিয়াধীন মামলাগুলো সরকারী কৌসুলীর বিশেষ মনোযোগের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা এবং যৌতুক বিরোধী ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং আইনকে নির্যাতিতদের পক্ষে ব্যবহারে উদ্যোগী হতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-